মেহেরপুরে সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের মতবিনিময় সভা

সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর গাংনী ও মুজিব নগর উপজেলার সশস্ত্র বাহিনী প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটের সময় বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের সভাপতি মোঃ মিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,মেজর মোছাঃ সাবিনা খাতুন।

এসময় তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের ন্যায্য দাবী যথা প্রাক্তন সেনাসদস্যদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে বাবা-মা সহ দেশের যেকোন সরকারি হাসপাতালে সকল রোগের সম্পূর্ণ ফ্রী চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এইসকল বিষয় নিয়ে উপস্থিত প্রাক্তন সদস্যদের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন কথা ধৈর্য সহকারে শুনেন এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

এ ছাড়াও সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডেরর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, কোষাধক্ষ্য আব্দুল হামিদ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় মানববন্ধন

মেহেরপুরের আমঝুপিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বেসরকারি টিভি “চ্যানেলটোয়েন্টিফোরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

আজ বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের আহবায়ক মহসিন আলী আঙ্গুর।

বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন, আলামিন হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক উপদেষ্টা ও বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন আরণ্য, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিক উল আলম, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রিন্স, গাংনী রিপোর্টার ক্লাবের সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু, সামাজিক সংগঠণ “জাগো মেহেরপুর” এর মুখপাত্র সোয়েব রহমান,আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কর্মী দিলারা পারভীন, সামাজিক সংগঠন উই আর ফর পিপলস এর সংগঠক খন্দকার মুইজ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক সমাজের দর্পণ। সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন সাংবাদিকরা। তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা মানে পুরো সমাজের উপর হামলা। তারা বলেন, উন্নয়নে মেহেরপুরে এগিয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা জেলার নানা ধরনের অসঙ্গতি যেমন তুলে ধরছেন, তেমনি সমাজের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করছেন। সমাজের এই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতেই দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবেই দুই সাংবাদিকের উপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলার সাথে জড়িতদের আটক করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব দুস্কৃতিকারীদের সাথে যারা জড়িত তাদেরও খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ বিভাগের কাছে অনুরোধ জানান

বক্তারা। এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন সাংবাদিকবৃন্দ।

মানববন্ধনে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ যোগ দেন।

উল্লেখ, গত সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হন। এই ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর মেহেরপুরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় এজাহার নামীয় ৭ ও অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি আকাশ (২৮) ও দুই নং আসামি আবু লায়েসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মেহেরপুরে মাদকাসক্ত যুবককে কারাদণ্ড

মাদক সেবনের অভিযোগে হেলাল উদ্দিন নামের এক মাদকসেবিকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম।

দণ্ডিত হেলাল উদ্দিন সদর উপজেলার কালীগাংনী ভিটা পাড়া গ্রামের জহির উদ্দীনের ছেলে। সে এলাকার একজন চিহ্নিত মাদকসেবী।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে কালীগাংনী গ্রামে

ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই রায় দেন।

এর আগে এর আগে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে কালিগাংনী গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন অবস্থায় তাকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমান আদালতে নেয়া হয়।

সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, মাদক সেবনের কথা শিকার করায় তাকে ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। দণ্ডিত হেলাল উদ্দিনকে বিকেলেই মেহেরপুর জেলা করাগারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে নবনির্বাচিত এমপি নাজমুল হক সাগরকে গণসংবর্ধনা

গাংনীর কাঁথুলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ৭৪ মেহেরপুর ২ গাংনী আসনের নবনির্বাচিত এমপি আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগরকে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩ টার সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজার সঞ্চালনায় ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও ১নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের জনসাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ও ৭৪ মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনীর পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ আশরাফুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক সহ ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বাবুল আক্তার, ২নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য জিনারুল ইসলাম, ৩নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য হোসাইন মোহাম্মদ, ৭ নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুল, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য কাবের আলী ও ৯ নং ওয়ার্ডের ইউ পি সদস্য আনারুল ইসলাম, এবং কাথুলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ সহ কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মন্ডলী, যুবলীগ ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, তাঁতীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তবে সংসদ সদস্য আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর জানান আপনারা আমাকে না দেখে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন এবং আজকে আপনাদের সামনে দুটি কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি চাই আপনাদের সাথে থেকে গাংনীর প্রতিটি প্রান্তরে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটাতে চাই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আমরা গাংনী বাসী সেই উন্নয়নের অংশীদার হতে চাই, আরেকটি কথা এই নির্বাচন কে কেন্দ্র করে ভোটের সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে মানুষ ভোট করেছে আমি বলব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রতিহিংসা দূরে রেখে আগামীর গাংনীর সর্বোচ্চ উন্নয়ন ঘটাতে আপনারাও আমাদের সাথে অংশ নিন একটি মডেল গাংনী উপহার দিতে আমি আপনাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে চাই। তাই আসুন আমরা কাধে কাধ মিলিয়ে এক সাথে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করি। আপনারা পাশে থাকলে আগামী দিনে গাংনী হবে স্মার্ট গাংনী, আগামী দিনে গাংনী হবে একটি মডেল গাংনী, আগামী দিনে গাংনী হবে বাংলাদেশের অন্যতম উপজেলা যে উপজেলা বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত পাবে। তাই আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন আপনাদের সাথে নিয়ে এই গাংনীর স্কুল, কলেজ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, ব্রীজ, কালভার্ট থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোয়া লাগাতে চাই।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুর গাংনীতে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বিকেলে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে রচনা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে পিএসকেএস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ইশরাত জাহান।

আলোচনা শেষে রচনা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহন করে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিআর লাইসিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা। এসময় বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

পিএসকেএস এর কৃষি ইউনিটের সহযোগীতায় নিরাপদ খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানে পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার মাসুদ রানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন ভাইস চেয়ারম্যান লতা

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের ভোটে ভাইস চেয়ারম্যান লতিফন নেছা লতা ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

এসময় সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেমও সমর্থন জানান।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামাল, বারাদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে অংশ গ্রহণের জন্য সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম পদত্যাগ করার পর ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর উপজেলা চেয়ারম্যান পদ শুন্য ঘোষণা করা হয়।

গাংনীতে আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

“ভাল থাকা ও ভালো রাখা” শ্লোগান নিয়ে গাংনীতে “আশ্রয় নারী কল্যাণ সংস্থা”র উদ্যোগে অসহায় শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে সংস্থার কার্যালয়ে সাহারবাটি ইউনিয়নের শতাধিক অসহায় দরিদ্র নারী পুরুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থা’ র সহসভাপতি ঝুমুর আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তী, গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নাছিমা খাতুন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আরশাদ আলী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আজিজুল হক রানু।

আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাহিয়া রাহির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) রিপন হোসেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, নিজ নিজ যায়গা থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উচিৎ। শুধু সরকারি সাহায্য সহযোগীতা নয়, অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। টাকার দিক দিয়ে নয়, যারা মনের দিক থেকে বড় তাদেরকেই বড় হিসেবে দেখতে হবে।

প্রধান অতিথি প্রীতম সাহা আরও বলেন, আমাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তারাও যেনো বড় হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। নিজ নিজ সন্তানকে মাদক, ইভিটিজিং, সন্ত্রাস ও বাল্য বিবাহমুক্ত রাখার অনুরোধ করেন তিনি এবং সবাই মিলে গাংনীকে বাসযোগ্য, মানবিক ও সুন্দর উপজেলা গড়ে তুলতে হবে বলে জানান।

উল্লেখ, আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নের শতাধিক অসহায় দরিদ্র নারী পুরুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে বাঁধন কার্যক্রমের ১ বছর পূর্তি ও নতুন অফিস কক্ষের উদ্বোধন

মেহেরপুর সরকারি কলেজ বাঁধন (স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন) কার্যক্রমের ১ বছর পূর্তি ও নতুন অফিস কক্ষ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজের হল রুমে বাঁধন (স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন) কার্যক্রমের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে নতুন অফিস কক্ষের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ বাঁধনের (স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন) আহবায়ক সবুজ আলীর সভাপতিত্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সরকারি অধ্যাপক বশির আহমেদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, অর্থ অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল লতিফ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক তৌফিকুল ইসলাম সহ বাঁধন (স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন) এর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের ৩ শতাধিক যুবকের মানবেতর জীবন

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের যুবক তুহিন আলী। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দেশে একটি কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি

হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। তুহিনের আয়ের উপরই চলতো তার পরিবারের ব্যায়ভার।

সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে স্থানীয় দালাল রাজুকে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ২ মাস আগে গেছেন মালেশিয়া। সাহেবনগর গ্রামের জাহিদ মেলেটারির ছেলে আদম পাচারকারির দালাল রাজু যুবক তুহিন আলীকে ভাল বেতনে কোম্পানীর কাজ দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যান মালেশিয়ায়। তুহিন আলীকে কোম্পানির কাজ না দিয়ে তাকে দিয়েছে সাপ্লাই ভিসা। কাজ না দিয়ে তাকে রাখা হয়েছে একটি মানব ক্যাম্পে। যেখানে তিন মাস ধরে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে তুহিন। তুহিনের মত তিন শতাধিক যুবক এখন ওই ক্যাম্পে আটক রয়েছে।

তুহিন আলী মোবাইল ফোনে জানান, মালয়েশিয়া আসার পর কয়েকজন লোক নিয়ে যায় রাজধানীর কুয়ালালামপুরের সালাক সালাতান নামের একটি মানব ক্যাম্পে। সেখানে আমার মত তিন শতাধিক যুবক বন্দি রয়েছে। তুহিনের ওই ক্যাম্পে থাকা অন্যান্য যুবকরা জানান, আমরা ৫/৬ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই এসকল দালালের মাধ্যমে সহায় সম্বল বিক্রি করে চার মাস আগে মালেশিয়া গিয়েও আটকা পড়ে আছে এই মানব ক্যাম্পে।

তারা ভিডিও বার্তায় বলেন, আমরা বেশ কয়েক মাস যাবৎ এই ক্যাম্পে আটকা আছি। শুধু তুহিন নয়, এই ক্যাম্পে আটকা আছে। গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে লাঁলচাদ ইসলাম, সে সাহেবনগর গ্রামের আদম পাচারকারি সুরজ আলীর মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ৩ মাস আগে গেছেন মালেশিয়াতে।

কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজার এলাকার বজলুর ছেলে মাজেদ মাস্টারের হাতে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া যান কাজিপুর গ্রামের কাদের হেলালের ছেলে আনারুল ইসলাম। তিনি জানান, শুধু আমি নয়, মাজেদ মাস্টারের হাত ধরে এলাকার ৩ শতাধিক যুবক মালেশিয়া এসেছেন। সকলের ভাগ্যে জুটেছে একই অবস্থা।

মোহাম্মদ পুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে জমিরুল ইসলাম মালেশিয়া গেছেন সাহেবনগর গ্রামের দালাল আব্দুল্লাহর মাধ্যমে। তার কাছ থেকে নিয়েছে ৫ লাখ টাকা। জমিরুল ইসলাম জানান, প্রায় ৫ মাস আগে মালেশিয়াতে আসলেও এখন পর্যন্ত কোনো কাজ দেয়নি। সাপ্লাই ভিসা দিয়ে এখন আটক রেখেছে এই ক্যাম্পে। আমরা এখানে মানবেতর জীবন যাপন করছি। এখানে খাওয়া নেই, পানি নেই। ছোট্ট রুমে গাঁদাগাদি,

ঠাসাঠাসি করে রেখেছে। কিছু বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে দালাল চক্র।

মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাহাদুর আলী বলেন, আমি গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আদম পাচারের দালাল নাড়া মেম্বরের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া এসেছি।

আমরা প্রায় ৪ মাস এই মানব ক্যাম্প আটকা পড়ে আছি। আমরা খাওয়া অবানে মারা যাবো। আবার বাড়িতেও ঋনের কিস্তি। কথা বললে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এভাবেই ৪ মাস যাবৎ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছি আেটেক পড়া ক্যাম্পে।

শুধু, তুহিন, বাহাদুর, আনারুল, জমিরুল বা লালচাদ ইসলাম নয়, ওই ক্যাম্পে আটকা পড়ে আছে প্রায় ৩ শতাধিক যুবক। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে জমি জমা বিক্রি, ঋণ, ধার দেনা বা কর্জ করে দালালদের মাধ্যমে হেছেন, মালয়েশিয়ায়।

একমাত্র সম্বল ভিটে মাটির বিক্রি করে তারা জনপ্রতি ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা তুলে দিয়েছেন।মালয়েশিয়া গেলেও আকামা (কাজের অনুমতিপত্র) না পাওয়ায় কর্মহীনভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

জানা গেছে, দালাল চক্রটি তাদেরকে অন্যত্র বিক্রি করায় কাজ না পেয়ে খাবার পানি সংকটে ভুগছেন। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়ত দেয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকি। তাদের বন্দি থাকা এ সকল ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।

মালয়েশিয়ায় থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইন্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়।

গেল ৩-৬ মাসেও দালাল চক্রের সদস্যরা কোন কাজ দিতে পারেনি। দালাল চক্রের পক্ষ থেকে প্রথমে খাবার ও পানি দেওয়া হলেও এখন তা বন্ধ করে দিয়ে টাকা দাবি করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি।

মালয়েশিয়াতে আটকে থাকা একাধিক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কেউ দিয়েছেন জমি বন্ধক রেখে, কেউ সুদের উপরে টাকা নিয়ে, কেউ বা তুলেছেন ঋণের কিস্তি। এখন যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তারা বাড়ির উপর এসে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফারুক আহমেদ জানান, আমার এলাকার অনেক যুবক দালাল চক্করের খপ্পরে পড়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। ওরা অনেক খরচ করে গিয়েছেন। তিন মাস যাবত কাজ না পেয়ে মানবতার জীবনযাপন করছেন। আমরা তার পরিবারের পাশে সব সময় আছি।

দালাল চক্রের সদস্য সাহেবনগর গ্রামের বাবলু জানান, আমি চার জনের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা করে নিয়ে মুছা এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে মালেশিয়া পাঠিয়েছি। ৩/৪ মাস পাঠানো হলেও আমার লোকজনকে কোনো কাজ দেইনি এজেন্সি মুসা এন্টার প্রাইজ। আজকে আমি তাদের খাবারের জন্য পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠিয়েছি।

মানব পাচারকারী আলোচিত দালাল গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের সুরুজ আলীর মোবাইলে কল করা হলে মোবাইল বন্ধ পাওয়ায় বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। মানব পাচারকারী এজেন্সি মুছা এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী আবু মুছার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা থানায় অথবা আমার নিকট অভিযোগ করলে দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বলেন, আমরা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। ভুক্তভোগী সকলের পরিবারকে থানায় মামলা করতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন মামব পাচারকারীকে ছাড় দেয়া হবেনা।

মেহেরপুরে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার দুই সাংবাদিক, আটক ২

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান।

আজ সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা বারোটার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময় আরো আহত হন জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলার ঘটনায় আবু লায়েস ও জিয়াউর রহমান নামের দুই দুর্বৃত্তকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, আজ সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি নামক স্থানে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যান সাংবাদিকরা।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা উক্ত দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় সংস্থাটির দপ্তরের সামনে জড়ো হয় সাধারণ মানুষ। এ সময় উক্ত জটলার ছবি তুলতে গেলে ৮/১০ দূর্বৃত্ত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানের উপর চড়াও হয়। এসময় তারা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা শুরু করে। দূর্বৃত্তদের হাত থেকে সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপরেও হামলা করে তারা। এ সময় আহত হয় এই দুই সাংবাদিক। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আহত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে ভিডিও ফুটেজ ধারণ করার এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি ও লাঠি সোটা নিয়ে আঘাত করে। হামলার সময় ভিডিও ফুটেজ নেওয়ার জন্য গালিগালাজ করছিল তারা। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে হামলাকারীরা।

হামলার ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন এই দুই সাংবাদিক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখ কনি মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পৌঁছায়। হামলাকারীদের মধ্যে থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। কিছু সঙ্ঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ থেকে হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আল্টিমেটাম দিয়েছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব। উদ্ভূত এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।